কারিগরী বার্তা

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৪২৫

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার

রাষ্ট্রপুঞ্জের 'চ্যাম্পিয়ন' প্রজেক্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেল 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মপ্রকল্প

রাষ্ট্রপুঞ্জের 'চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার নিচ্ছেন দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন ঃ জেনেভা, ১০ই এপ্রিল, ২০১৯

ওয়ার্ল্ড সামিট অন্য দ্য ইনফর্মেশন সোসাইটি ফোরাম রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা। এই সংস্থাটি সারা পৃথিবীতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে এমন প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। একজন মানুষ বা কোন সরকার, সভ্য সমাজ, স্থানীয়/আঞ্চলিক/আর্ন্তজাতিক সংস্থা, গবেষণাধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট-সেক্টর কোম্পানি যারা ইনফরমেশন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে মানব কল্যাণে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে শুধুমাত্র তাদের কাজে উৎসাহ দিতে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মান নির্ধারণ করে স্বীকৃতি দিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই ফোরামটি কাজ করে থাকে।

প.ব. সরকারের 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পটি রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম ধাপে প্রকল্পটি প্রতিযোগিতা করার যোগ্য একটি প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। অতি সম্প্রতি প.ব. সরকারকে জানানো হয়েছে যে 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' ক্যাটেগরিতে 'উৎকর্ষ বাংলা' রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা একটি চ্যাম্পিয়ন প্রজেক্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অসংখ্য দেশের অসংখ্য প্রকল্পের মধ্যে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রথম পাঁচটি ফাইনালিস্ট এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। স্বভাবতই খুশির মেজাজ কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী, প্রধান সচিব মহাশয়া, সমস্ত আধিকারিকবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীমহলে। গত ১০-ই এপ্রিল, ২০১৯ জেনেভা শহরে পুরস্কার বিতরণী সভায় ঘোষিত হল 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়নস্' হিসাবে 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মপ্রকল্পের নাম। এই সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যারা আন্তরিক ভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁদের প্রত্যেক-কে দপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

পি.বি.এস.এস.ডি-র 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মপ্রকল্প জিতে নিল স্কচ স্কিল অ্যাওয়ার্ড – 'গোল্ড' ক্যাটেগরি

অতি সম্প্রতি স্কচ গ্রুপ সারা ভারত থেকে সব চেয়ে ভাল দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মমূখী প্রকল্পগুলির মধ্যে এক উচ্চমানের প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। এই উপলক্ষ্যে তারা সারা দেশ থেকে প্রাথমিক ভাবে সবচেয়ে ভাল ৩০টি প্রজেক্ট বেছে নেয়। প.ব. সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পি.বি.এস.এস.ডি.) পরিচালিত 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পটি ঐ প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত একটি প্রকল্প হিসাবে মনোনীত হয়। এরপর বিভিন্ন স্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতি অতিক্রম করার পর 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পটি স্কিল অ্যাওয়ার্ড -২০১৯ এ 'গোল্ড' ক্যাটেগরিতে পুরস্কার নিয়ে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০১৮-তে এই প্রকল্পটি 'ব্রোঞ্জ' ক্যাটেগরিতে পদক জয় করেছিল। ২০১৯-এ 'গোল্ড' ক্যাটেগরিতে স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করলো 'উৎকর্ষ বাংলা'। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে নতুন দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দপ্তরের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেয় স্কচ গ্রুপ।

'উৎকর্ষ বাংলা' ও গ্লোবাল এনভিরনমেন্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশন

"উৎকর্ষ বাংলা" প্রকল্পের সাথে এবার যুক্ত হলো কল্যাণী-র Global Environment Research Foundation (GERF)। ৬ই মার্চ রাজ্যের কারিগরী মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু এর শুভ উদ্বোধন করলেন। মাননীয় মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় ছাড়াও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-জেলা মহকুমা শাসক দেবাশীষ মন্ডল, সম্মানীয় কাউন্সিলারগণ, যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে বরুণ সিং প্রমুখ। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনার পরে উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে এই এগ্রো বায়োটেক রিসার্চ সেন্টারকে "উৎকর্ষ সেন্টার" হিসাবে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে নানারকম উৎসাহ ব্যঞ্জক পদ্ধতির কথা তুলে ধরেছিলেন। সেদিন বক্তব্যের প্রসঙ্গে প্রত্যেকের সুরেই ছিল এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা এবং এটিকে 'উৎকর্ষ সেন্টার' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবার দৃঢ় মানসিকতা। ভবিষ্যৎ বলে দেবে সকলের মিলিত প্রচেষ্টা সার্থক হয় কি না। এই "এগ্রো বায়োটেক রিসার্চ সেন্টার" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরী দপ্তরের সহযোগিতায় এই সেন্টার পরিচালনার দায়িত্বে GERF। সম্পূর্ণ নিখরচায় এলাকার মানুষদের সামনে খুলে গেল কৃষিকর্মে দক্ষ হবার এক সুবর্ণ সুযোগ। প্রাথমিকভাবে এই সেন্টারে ১৮ থেকে ৫০ বছরের শিক্ষার্থীদের শেখানো হবে প্লান্ট টিস্যু কালচার টেকনিশিয়ান, ভার্মিকম্পোস্ট প্রোডিউসার, এগ্রিকালচার এক্সটেনশন, বানানা ফার্মার, অর্গানিক গ্রোআর, গ্রীন হাউস অপারেটর এর মতো যুগোপযোগী শিক্ষার দক্ষতা। GERFএর সেক্রেটারি মিসেস অদিতি কর বললেন রাজ্য সরকার এর "কন্যাশ্রী" প্রকল্পের সফলতার পর "উৎকর্ষ বাংলা"-এর সাহায্যে GERF এলাকার পিছিয়ে পড়া মেয়েদের সামনে নিয়ে এসেছে এক কর্ম সম্ভাবনার দিশা। GERF এর চেয়ারম্যান ডঃ সুকুমার কর আরো ব্যাখ্যা করে বললেন, এই সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, সে মেয়েদের সামাজিক উন্নতির নানা প্রকল্প বা পরিবেশ নিয়ে কাজ। এই সংস্থার পরিচালনাতেই আছে এই অঞ্চলের বিখ্যাত Oriental Public School আর আজ GERF-র নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হলো এই এগ্রো বায়োটেক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার। এটি ২ একর জমির উপর ২০,০০০ স্কোয়ার ফুটের উৎকর্ষ বাংলার একটি কৃষি উৎকর্ষ সেন্টার। এই ট্রেনিং সেন্টারে আছে অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত তিনশো আসনের সেমিনার হল, আধুনিক টিস্যু কালচার ল্যাব এবং উন্নত মানের ক্লাসরুম। ভবিষ্যতে এই সেন্টারটি এলাকার মানুষদের জন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান ও চাকুরিগত কর্মসংস্থানের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে।

বেলুড় শ্রমজীবী পাঠশালা এবং 'উৎকর্ষ বাংলা'

বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প সমিতি, চিকিৎসায় প্রকৃত গণ উদ্যোগে গঠিত হাসপাতাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করে নিয়েছে।

সংগঠনটি ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীরামপুর, সরবেরিয়া (সুন্দরবন), শাঁকরাইল, কোপাই ও ব্যারাকপুর ইত্যাদি অঞ্চলে। যথার্থ খরচে সাধারণ চিকিৎসা ছাড়াও হার্ট সম্পর্কিত ও বিভিন্ন শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এসবের সাথে দেশে রক্তের অপ্রতুলতার ভাবনা নিয়ে শ্রীরামপুর হাসপাতালে একটা ব্লাড ব্যাঙ্কও চালু করেছে।

শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষা, সঠিক কর্মসংস্থান তথা মানব শক্তির যথাযথ ব্যবহারেও আমাদের মত গরিব দেশে যথার্থ গণ উদ্যোগের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে সমিতির উদ্যোগে অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে শ্রমজীবী পাঠশালা, ১০৪ এর দেওয়ানগাজী রোড, বালি, হাওড়া, যার অন্যতম একটি কর্মসূচি হিসাবে PBSSD (Paschimbanga Society for Skill Development) এর অনুমতিক্রমে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প এর অন্তর্গত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দুটি পাঠক্রম শুরু হয়ে গিয়েছে ঃ—

১) জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (GDA)
ভর্তির যোগ্যতা - দশম শ্রেণী; সময়সীমা - চার মাস।
২) মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (MLT)
ভর্তির যোগ্যতা - দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ); সময়সীমা - এক বছর।

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরি প্রজেক্ট মডেলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান

প্রজেক্ট মডেল প্রদর্শন করছেন সম্মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়

সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত আই.টি.আই. এবং পলিটেকনিক কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী প্রজেক্ট মডেলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। টালিগঞ্জ আই.টি.আই.-এ অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে প.ব.সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধীন শিল্প প্রশিক্ষণ অধিকার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া এবং বিভিন্ন শিল্পসংস্থার কর্তারা। মারুতি সুজুকি, রয়াল এনফিল্ড, গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সের মতো বড় এবং নামকরা সংস্থার উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তব্যে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবনের কথা বলেন এবং রাজ্যের সমস্ত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আবেদন রাখেন।

প্রজেক্ট মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে সম্মাননীয়া প্রধান সচিব মহাশয়া

হুগলী জেলার চন্দননগরে কারিগরী শিক্ষার নতুন দিশা ঃ 'আলো হাব'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

হুগলী জেলার তারকেশ্বরে এসেছিলেন রাজ্যের সম্মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন তরফে আবেদন করেন তাঁর কাছে — আলোক শিল্পের জন্য জগৎবিখ্যাত জেলার চন্দননগরে একটি 'আলো হাব' তৈরীর জন্য। তিনি না করতে পারেন নি। শুরু হয় 'আলো হাব' তৈরীর জন্য উপযুক্ত অবস্থানে জমি দেখার কাজ। চন্দননগর স্টেশন লাগোয়া কে.এম.ডি.এ.পার্কের এক একর জমিতে এই প্রকল্প তৈরীর কাজ শুরু হবে ব'লে প্রশাসন স্থির করে। প্রস্তাবিত 'আলো হাব' প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে প.ব. সরকার ১২ কোটি টাকা প্রাথমিক ভাবে খরচ করার জন্য অনুমোদন দেয়।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে মারচেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত একটি সেমিনারে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় বলেন —

''চন্দননগর আলোকশিল্পের জন্য জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু এই আলোকসজ্জার শিল্পীরা গতানুগতিক ভাবে এই কাজের প্রশিক্ষণ পান এবং অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে করতে, দেখে দেখে এই কাজ শেখেন। দুর্ভাগ্যবশত এই আলোক সজ্জার সঙ্গে যুক্ত দক্ষ শিল্পীদের সংখ্যা দিন দিন কমছে।'' তিনি আরো বলেন — ''গত বছর রাজ্য সরকার আলো হাব প্রকল্পের জন্য ১২ কোটি টাকা খরচ করার অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য জমিও পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকার চন্দননগর তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার শিল্পীদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কাজের উৎকর্ষ বাড়াতে চায়। চন্দননগরের বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আলোকসজ্জার কারখানাগুলিকে সংগঠিত করে একটি ছাদের তলায় নিয়ে এসে এই শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।''

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে রাজ্যের সম্মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অভিনব প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোকসজ্জার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে শিল্পীর মর্যাদা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁদের হাতের কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। পুরোমাত্রায় পেশাদার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ হবে। উৎকর্ষ বৃদ্ধির সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার জ্ঞান, আলোক সজ্জার বাণিজ্যিক উৎপাদন, শিল্পীদের কাজের বিপণন, বিভিন্ন উৎসব কমিটির সঙ্গে চুক্তি এই সমস্ত কাজের ভার নেওয়াও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পাশাপাশি জায়গায় একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আই.টি.আই.) স্থাপন, যেখানে আলোক সজ্জার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা ইচ্ছা করলে বিদ্যুতের কাজ, ওয়্যারিং, ডিজিট্যাল মিডিয়াম ব্যবহার করে আলোক সজ্জার আরো উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোতেও প্রশিক্ষণ নিয়ে কারিগরী বিদ্যার সরকারি প্রশংসা পত্র হাতে পাবে। এর ফলে কাজের বাজারে এই সমস্ত শিল্পীদের উপার্জন অনেক বেড়ে যাবে।

'উৎকর্ষ বাংলা' এবং চিকিৎসাব্রতী উদ্যোগ

চিকিৎসাব্রতী উদ্যোগ পি.বি.এস.এস.ডি.-এর নথীভুক্ত একটি প্রশিক্ষণ অংশীদার। হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরে রয়েছে এই সংস্থার পরিচালনাধীন ৩০০ শয্যার সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল — সঞ্জীবন হাসপাতাল। এবার এই সঞ্জীবন হাসপাতালে চালু হল 'উৎকর্ষ বাংলা'-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সম্প্রতি কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মানীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী পুলক রায় মহাশয়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার সভাপতি শ্রী অর্জুন সরকার মহাশয়, সঞ্জীবন হাসপাতালের অধিকর্তা ডাঃ শুভাশীষ মিত্র সহ অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ।

সঞ্জীবন হাসপাতালের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি বছর কমপক্ষে ৯০০ ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে 'উৎকর্ষ বাংলা'-এর প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মভিত্তিক বিষয়ে প্রশিক্ষিত ক'রে তোলা হবে সেগুলি হল —

১) ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান; ২) জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট; ৩) মেডিক্যাল সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ

উদ্বোধনী বক্তব্যে শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন — ''তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যত তৈরী করার জন্য এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর।'' হাসপাতালের অধিকর্তা ডাঃ মিত্র ঘোষণা করেন — ''এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের কর্মক্ষেত্রের বাস্তব চিত্রের সাথে আগে থেকেই পরিচয় করানোর জন্য 'উৎকর্ষ বাংলা'-এর প্রশিক্ষণের শেষে এই হাসপাতালে ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ করার সুযোগও দেওয়া হবে।''

তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, তাদের অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং হাসপাতালের কর্মীবৃন্দের উপস্থিতি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। সোনার বাংলাকে আরো দক্ষতা সম্পন্ন এবং আরো কর্মমুখর যুবক-যুবতী দিয়ে সাজানোর অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

উৎকর্ষ বাংলা' ও ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সেই দেশের সামগ্রিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি দেশের বেকার ছেলেমেয়েদেরকে স্বনির্ভর করে তোলা যায়, তবেই দেশের সার্বিক প্রগতি সম্ভব। এই সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর 'উৎকর্ষ বাংলা' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'স্কুল অফ্ স্কিল্ ডেভেলপমেন্ট' এই প্রকল্পে সামিল হয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বেকার ছেলেমেয়েদেরকে চাকরিমুখী কোর্স করার এক অভাবনীয় সুযোগ করে দিয়েছে। এখানে নিখরচাতে যেমন স্কিল্ ট্রেনিং দেওয়া হয়, তেমনি ট্রেনিং শেষে চাকরির জন্য সবরকমের সাহায্য করা হয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

'পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল্ ডেভেলপমেন্ট'- (PBSSD) এর ব্যবস্থাপনায় 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পটির মূল লক্ষ্যই হল কর্মপযোগী ও স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করে তোলা। ব্রেনওয়্যার স্কিলস্-এর অন্তর্গত 'মিশন দিশা ২০১৯' এমনই একটি প্রয়াস; যেখানে বিনামূল্যে স্কিল্ ট্রেনিং ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্নরকম সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের বারাসাত ক্যাম্পাসে 'মিশন দিশা ২০১৯'-এর উদ্বোধন করলেন। পি.বি.এস.এস.ডি. ও 'উৎকর্ষ বাংলা'-এর অধীনে 'মিশন দিশা ২০১৯'-এর মূল লক্ষ্য হল এ বছরে ১০,০০০ ও আগামী ১০ বছরে ১.৫ লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কিল্ ট্রেনিং দিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ব্রেনওয়্যার স্কিল্স্ ১৬টি সেক্টর স্কিল্ কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করছে। এখানকার সফল ছাত্রছাত্রীরা আজ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের নামীদামী কোম্পানিতে কর্মরত।

শুধুমাত্র চাকরিমুখী ট্রেনিং নয়, ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে ব্রেনওয়্যার স্কিল্স্ নানানরকম সুবিধা দেয়; চাকরির ইন্টারভিউতে খুব সহজেই সফলতা লাভের জন্য এখানে ট্রেনিং-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রি-প্লেসমেন্ট ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া, স্কিল ট্রেনিং-এর সম্প্রসারণের জন্য ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১,০০,০০০ বর্গ ফুটের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন 'Centre of Excellence' নির্মাণের কাজ চলছে, যা এ বছরের জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী ব্রেনওয়্যার স্কিল্স্-এর এই প্রয়াসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শ্রী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়-এর মতে, 'মিশন দিশা ২০১৯'-এর উদ্দেশ্য কার্যকর হলেই এই প্রয়াসটি সফল হবে।

লন্ডন ও ডার্বি শহরে আয়োজিত ইউনাইটেড কিংডম স্কিলস পলিসি সেমিনারে অংশগ্রহণ করল কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর

পেশাদারি দক্ষতা ক্ষেত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করে দিতে সম্প্রতি একটি সেমিনার আয়োজিত হল ব্রিটেনে। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রীমতী রোশনি সেন এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর দেবাঞ্জন চক্রবর্তী। গত ৫ থেকে ৭ মার্চ লন্ডন এবং ডার্বি শহরে আয়োজিত এই 'ইউকে স্কিলস পলিসি সেমিনার' তথা স্টাডি ট্যুরের থিম ছিল 'স্কিলস অ্যান্ড ডিবেট ঃ ডিসরাপশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'। সেখানে ভারত, নাইজিরিয়া, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উজবেকিস্তানের ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই প্রতিনিধি দলের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, পেশাদারি দক্ষতা ক্ষেত্রের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং সেগুলির মোকাবিলায় ব্রিটেনের সহযোগিতা চাওয়া। সেই লক্ষ্যে ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন, ওইসিডি এবং সেন্টার ফর জাস্টিস-এর সঙ্গেও আলোচনায় বসেছিল ওই প্রতিনিধি দলটি।

ডার্বির দু'দিনের সেমিনারটিকে যৌথভাবে আয়োজন করেছিল ব্রিটেনের কলেজগুলি। ডার্বি কলেজে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটেনে ক্রীড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য, প্রসাধন, পর্যটন এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর মতো প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়েছে এই প্রতিনিধিদের। আর তাই এই ক্ষেত্রগুলি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পুরোদমে আলোচনাও চালিয়েছেন তাঁরা।

সেমিনার শুরুর আগেরদিন সন্ধ্যায় ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিদের সংগঠন বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং লন্ডন শারদ উৎসবের প্রতিনিধিরা শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া এবং দেবাঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। লন্ডনের ওই বৈঠকে ছিলেন ব্যারোনেস উষা প্রসার, কমনওয়েল্থ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলের চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যালান গেমেল এবং ইউকেআইবিসি'র চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার কেভিন ম্যাককোল। ওই বৈঠকে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। প্রথমেই বাংলা এবং বাঙালিকে আর্ন্তজাতিক স্তরে কী করে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানান লন্ডন শারদ উৎসবের নবীন প্রজন্মের সদস্যরা। তারা জানান, ব্রিটেন থেকে বাংলায় পড়াশোনা করতে গেলে বা বাংলার পড়ুয়ারা ব্রিটেনে পড়তে এলে, তা দু'দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে।

এরপর বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে অংশগ্রহণের বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা জানান বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি তাঁরা ব্রিটেন ও বাংলার মধ্যে কী করে প্রতিভার আদানপ্রদান করা যায় তা নিয়েও কথা বলেন। সাধারণ তথ্যপ্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং অটোমেশন শিল্পে বাঙালি প্রতিভা এবং মেধার জন্য কতটা সম্ভাবনা রয়েছে, সেটাও আলোচনায় উঠে আসে। সবশেষে দু'দেশের মধ্যে সংস্কৃতিগতভাবে যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়টি আলোচনাচক্রে তুলে ধরা হয়। দুর্গাপুজো, নদী উৎসব ও লন্ডন ল্যুমিয়ের ফেস্টিভ্যালের মতো আলোর উৎসবের মাধ্যমে কী করে দু'দেশের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বাড়ানো যায়, তা নিয়ে কথা হয়। লন্ডন ল্যুমিয়ের ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে চন্দননগরের আলো শিল্পীদের যুক্ত করা যায় কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হয়। প্রতিবছর মোটামুটি জানুয়ারিতে লন্ডনে ল্যুমিয়ের ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৪০ জন শিল্পীর চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে গোটা শহর। অন্যদিকে, টেমস এবং হুগলী নদীকে মিলিয়ে একটি নদী উৎসব এবং পশ্চিমবঙ্গ-এডিনবরা-নরউইচ-নটিংহামকে নিয়ে একটি সাহিত্য উৎসব আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ওই বৈঠকে।

প্রশ্নোত্তরে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ঘন ঘন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ ও উত্তরমালা)

(আগের সংখ্যার পর)

প্রশ্ন ৮ ঃ **এন.এস.কিউ.এফ.-এর অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে লাভবান হচ্ছে?**

উত্তর ঃ প.ব. সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকারের মাধ্যমে রাজ্যে এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে এর সঙ্গে যুক্ত সকলে কোনওনা কোনও ভাবে লাভবান হচ্ছেন। যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে —

★ হাতে-কলমে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

★ কোন নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বা তার বাইরে ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচনের সুযোগ হাতের নাগালের মধ্যে পাচ্ছে।

★ শিক্ষাক্রম শেষে যেহেতু একটি সরকারি সংসদ থেকে দক্ষতামূলক শংসাপত্র অর্জন করছে সুতরাং কর্মক্ষেত্রে তারা পরিতোষযোগ্য পারিশ্রমিক/বেতন/মজুরি পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

★ এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেষ করে প্রথাগত সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে। আবার সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে আসার সুযোগও পাচ্ছে।

★ এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত কোর্সগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মদাতাদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে পাঠক্রম শেষে সারাদেশ তথা বিদেশের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে।

★ নিজের সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাবে এ রকম দক্ষতামূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে।

★ বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সময়ে তাদের মানসিক আকাংখা প্রতিফলিত হয় উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন - ৯ ঃ **এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় থেকে চাকুরিদাতা/কর্মদাতা সংস্থাগুলি কিভাবে উপকৃত হচ্ছে?**

উত্তর ঃ চাকুরিদাতা/কর্মদাতা সংস্থাগুলি এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নানারকম ভাবে উপকৃত হচ্ছে। যেমন —

★ আগের থেকে নির্ধারিত গুণমান সম্পন্ন এবং দক্ষতাসমৃদ্ধ মানব সম্পদের সন্ধান এবং নাগাল পাওয়া সহজ হচ্ছে।

★ শ্রম উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ঘটছে।

★ নতুন ক'রে নিযুক্ত মানবসম্পদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ খরচ অনেক কমে যাচ্ছে।

★ সরকার থেকে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত উচ্চমানের মানবসম্পদ থাকার ফলে সংস্থাগুলির পক্ষে রপ্তানীর বাজার সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রবেশের নতুন নতুন পথ খুলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন - ১০ ঃ **এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রশিক্ষণদাতা সংস্থাগুলির কি লাভ হচ্ছে?**

উত্তর ঃ প্রশিক্ষণদাতা সংস্থাগুলি এন.এস.কিউ.এফ.-এর অন্তর্গত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে লাভবান হচ্ছে মূলত দুইরকম ভাবে —
শিল্পসংস্থার বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে একই সরলরেখায় অবস্থিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারার সুযোগ পাচ্ছে।
নিজের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নিবিড় বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দের কাছে খুব সহজে পৌঁছাতে পারছে।

প্রশ্ন - ১১ ঃ **এন.এস.কিউ.এফ.-এর মূলকাঠামোর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ক'রে সরকারের/রাষ্ট্রের কি ভাবে লাভ হচ্ছে?**

উত্তর ঃ এন. এস. কিউ. এফ.-এর অন্তর্গত দক্ষতামূলক/বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ক'রে সরকার/রাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রথমত মনে রাখা দরকার যে সরকার কোন লাভজনক ব্যবসায়িক সংস্থা নয়। দেশের বা রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য পরিষেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করে সরকার। এন.এস.কিউ.এফ-এর মাধ্যমে রাজ্যের অগণিত জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন হলেই সরকারের লাভ। দক্ষতামূলক শিক্ষার এই মূল কাঠামোর যথার্থ প্রয়োগের দ্বারা সরকারের যে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে সেগুলি হল —

★ রাজ্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

★ প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ তৈরীর ক্ষেত্রে ন্যায় এবং সমতা বজায় থাকছে।

★ দক্ষতা উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্র (সেক্টর) বিচার করে সেগুলির প্রত্যেকটিতে পূর্বনির্ধারিত এক-ই গুণমানের মানব সম্পদ তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে।

★ পাঠক্রম শেষে ফলাফলভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী হচ্ছে।

★ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকার যে খরচ করছে এন.এস.কিউ.এফ.-এর প্রয়োগে সেই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে সেই বিনিয়োগের বেশি বেশি ফেরত ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

★ বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলঙ্ক মোচন ক'রে এক বিশাল সংখ্যক দক্ষকর্মী শিল্পসংস্থা ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রশ্ন - ১২ ঃ **প.ব. সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এন. এস. কিউ. এফ.-এর অন্তর্গত সি.এস.এস. — ভি.এস.এইচ.এস.ই. পাঠক্রম বাস্তবায়নের জন্য কি ভাবে প্রশিক্ষণ দাতা সংস্থা নির্বাচন করে?**

উত্তর ঃ যে কোনও বিধিসম্মত সংস্থা যেমন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এ গঠিত কোম্পানি, নথিভুক্ত সোসাইটি, ট্রাস্ট্, অংশীদারি ব্যবসায়িক সংস্থা যারা দক্ষতা উন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জগতে কাজ করছে দপ্তরের অধীনে এন.এস.কিউ.এফ.-এর সি.এস.এস. - ভি.এস.এইচ.এস.ই. পাঠক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার ডাকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। 'রিকোয়েস্ট ফর কোয়ালিফিকেশন' পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এর জন্য প্রথমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকার অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তারপর বিধিসম্মত ভাবে গঠিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বে-সরকারি সংস্থাগুলি প.ব.সরকারের - এই ওয়েবসাইটে দরপত্র আপলোড করে। নির্দিষ্ট দরপত্র আহ্বানের জন্য সমস্ত বিবরণ বিশদে দেওয়া হয়। যে সমস্ত সংস্থা এন.এস.কিউ.এফ. -এর অন্তর্গত বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্য সেগুলি হল —

- ★ সরকারি আই.টি.আই. পরিচালক বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা
- ★ প্রাইভেট আই.টি.আই বা পলিটেকনিক চালাচ্ছে এইরকম নথিভুক্ত সংস্থা
- ★ পি.বি.এস.এস.ডি. — তে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা
- ★ এন.এস.ডি.সি. দ্বারা অনুমোদিত/সাহায্যপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা
- ★ সেক্টর স্কিল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা যারা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করছে
- ★ অন্য রাজ্যের সরকার বা ভারত সরকারের কোন মন্ত্রকে বা দপ্তরে তালিকাভুক্ত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা

ওয়েব পোর্টালে দরপত্র জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে দরপত্র খোলা হয়। এরপর অর্থদপ্তরের অনুমোদন ক্রমে এবং যাদের দরপত্র সঠিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য গৃহীত হয় তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সত্যতা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকার দ্বারা যাচাই করা হয়। এরপর প্রশিক্ষণদাতা সংস্থার চূড়ান্ত তালিকা ঐ ওয়েবপোর্টালে বিজ্ঞপ্তি হিসাবে ঘোষিত হয়।

কোনও প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিকার, নির্দিষ্ট সেক্টর স্কিল কাউন্সিল এবং প্রশিক্ষণদাতা বেসরকারি সংস্থার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিপত্রে প্রত্যেক পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব সবিস্তারে বলা থাকে।

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক — **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি — **শ্রীমতী রোশনি সেন, আই.এ.এস.**
প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা — **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, আই.এ.এস.**
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, সভাপতি
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক — **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্লু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক — **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়,** উপ-অধিকর্তা

সম্পাদক — **শ্রী সুরজিত মণ্ডল,** উপ-অধিকর্তা

শ্রী মাধুর্য্যময় দাস, সহ-অধিকর্তা

শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,
প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন,
অ্যাকশান এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন,
কলকাতা - ৭০০ ১৬০ থেকে
প্রকাশিত এবং সঞ্চালিত।
ওয়েবসাইট - www.wbtetsd.gov.in
দূরাভাষ - (০৩৩) ২৩৪০ ৩৫৮৬
অলঙ্করণ ও মুদ্রণে- প্রিন্টয়েড।